নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
পানি ভবন, লেভেল: ২, ব্লক: জি, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ৮৮-০২-২২২২-৩০০৭০ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫৫৭৩৮৬
ই-মেইল: ffwcbwdb@gmail.com; ffwc05@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.ffwc.gov.bd

Office of The Executive Engineer
Flood Forecasting and Warning Centre
Bangladesh Water Development Board
Pani Bhaban (Level: 2, Block: G), 72 Green Road, Dhaka 1205
Phone : 88-02-2222-30070; Fax: 88-02-9557386
E-mail: ffwcbwdb@gmail.com ; ffwc05@yahoo.com
Website: www.ffwc.gov.bd

বন্যা পূর্বাভাস সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

১৮.০৭.২০২২

জুলাই মাসে অদ্যাবধি বাংলাদেশ ও উজানের অববাহিকাসমূহের স্থানসমূহে সামগ্রিকভাবে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়েছে, এর ফলে দেশের প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। আবহাওয়ার সাম্প্রতিক পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২ সপ্তাহে, জুলাই মাসের শেষ অবধি উজানের অববাহিকাসমূহে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের প্রধান নদ-নদীসমূহের জন্য অববাহিকাভিত্তিক ধারণাগত পূর্বাভাস নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ব্রহ্মপুত্র অববাহিকাঃ

ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর পানি সমতল বর্তমানে হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশ ও উজানের অববাহিকায় ভারতের অরুণাচল, আসাম, মেঘালয় ও হিমালয় পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গের উপর মৌসুমী বায়ু চলতি জুলাই মাসের তৃতীয়-চতুর্থ সপ্তাহে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সক্রিয় অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে বৃষ্টিপাত প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ফলে চতুর্থ সপ্তাহ হতে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করতে পারে, যা এই মাসের শেষ অবধি অব্যাহত থাকতে পারে। তবে বিপদসীমা অতিক্রম করে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

জুলাই মাসের তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে দেশের উত্তরাঞ্চলের ধরলা ও দুধকুমার নদীর অববাহিকায় আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে এই সময়ে উজানের হিমালয় পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গে স্বল্পমেয়াদী ভারী বৃষ্টিপাতের প্রেক্ষিতে তিস্তা নদীর পানি সমতল সময় বিশেষে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে কতিপয় স্থানে স্বল্পমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে।

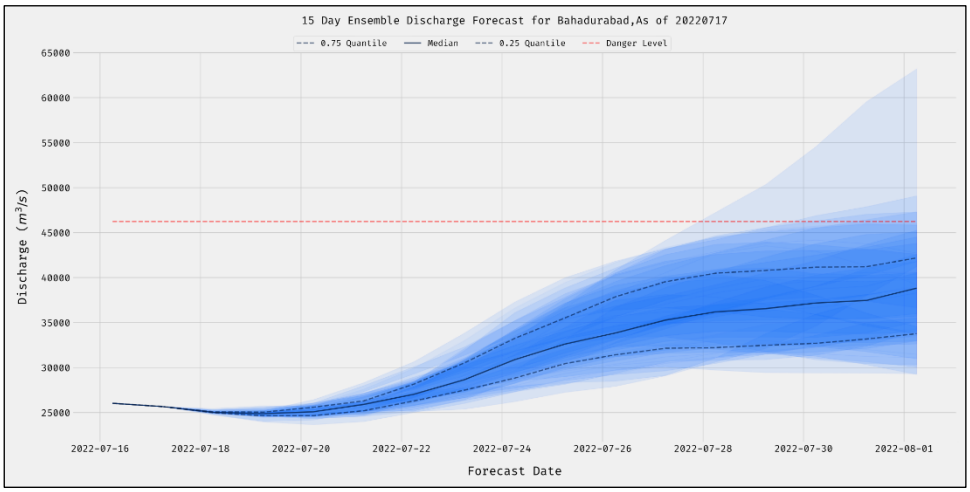

চিত্র-১: যমুনা নদী বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে ১৫ দিনের পানি প্রবাহ পূর্বাভাস

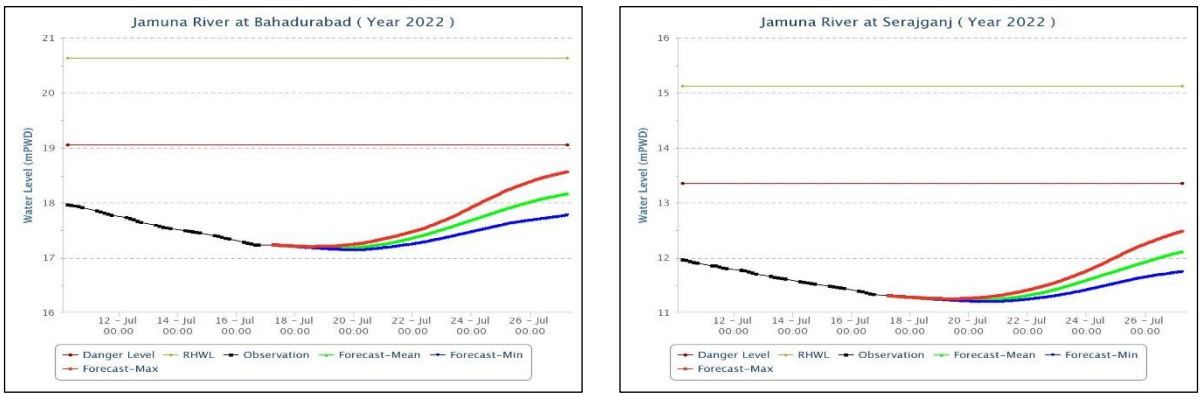

চিত্র-২: যমুনা নদী বাহাদুরাবাদ ও সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে ১০ দিনের পানি সমতল পূর্বাভাস

গঙ্গা অববাহিকাঃ

গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানি সমতল ধীর গতিতে হ্রাস পাচ্ছে, যা জুলাই মাসের শেষ ভাগ নাগাদ ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে এই সময়ে পানি সমতল বিপদসীমা অতিক্রম করে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

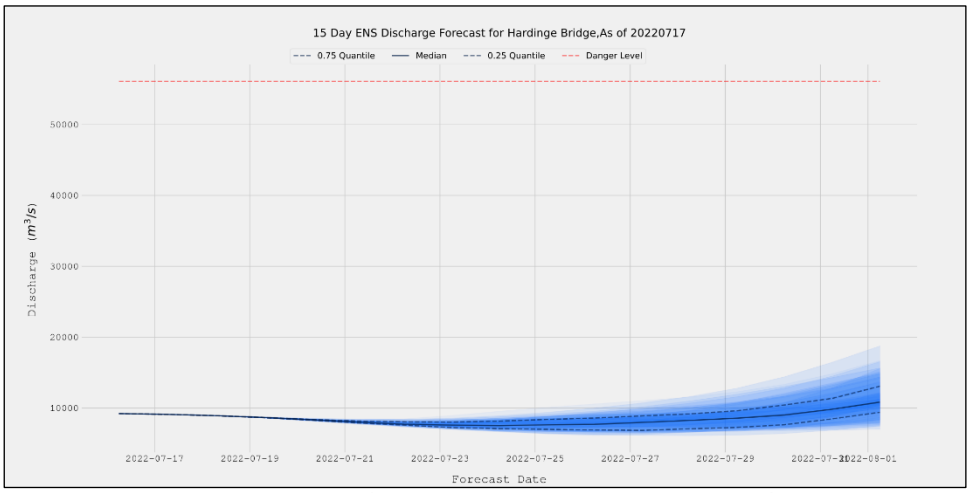

চিত্র-৩: গঙ্গা নদী হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে ১৫ দিনের পানি প্রবাহ পূর্বাভাস

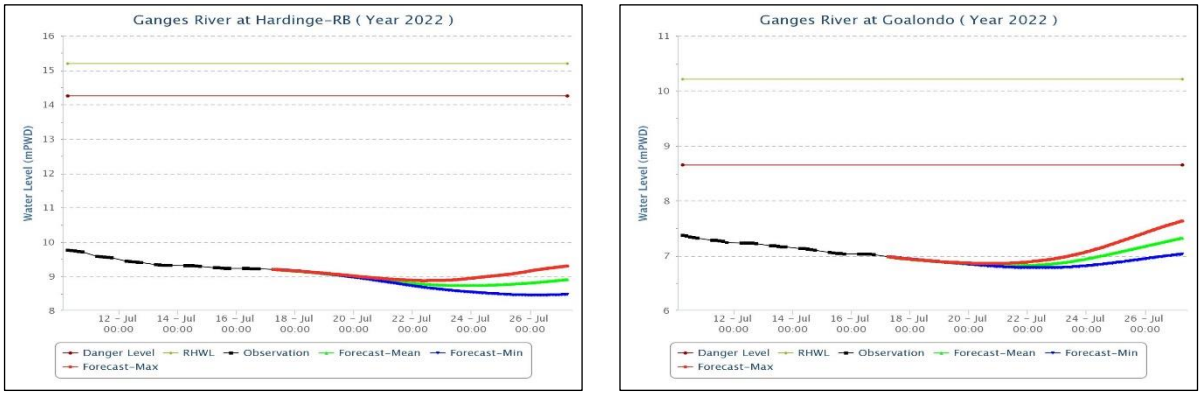

চিত্র-৪: গঙ্গা নদী হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও পদ্মা নদী গোয়ালন্দ পয়েন্টে ১০ দিনের পানি সমতল পূর্বাভাস

মেঘনা অববাহিকাঃ

মেঘনা অববাহিকার উজানের প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল বর্তমানে হ্রাস পাচ্ছে। জুলাই মাসের তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে দেশের উজানে ভারতের মেঘালয় প্রদেশ ও বরাক অববাহিকায় বিচ্ছিন্ন ভাবে ভারী বর্ষণের প্রেক্ষিতে সুরমা-কুশিয়ারা সহ অন্যান্য প্রধান নদ-নদীসমুহের পানি সমতল সময় বিশেষে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। এই সময় সিলেট-সুনামগঞ্জের কতিপয় নিম্নাঞ্চলে সময় বিশেষে স্বল্পমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টির হতে পারে।

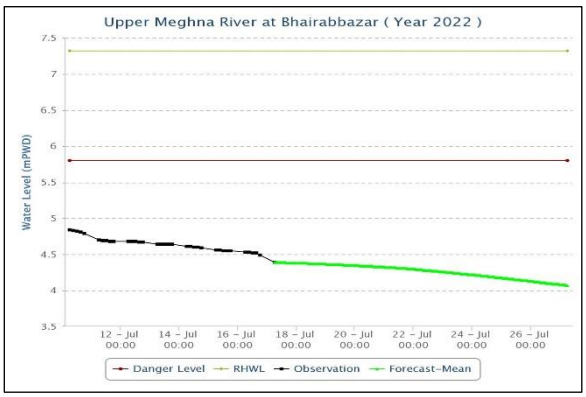

চিত্র-৫: মেঘনা নদী ভৈরব বাজার পয়েন্টে ১০ দিনের পানি সমতল পূর্বাভাস

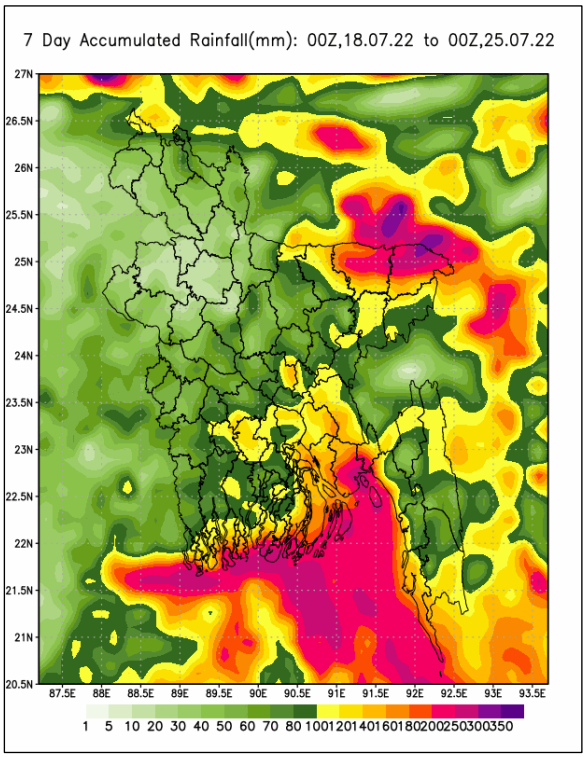

(ক) ১৮ -২৫ জুলাই

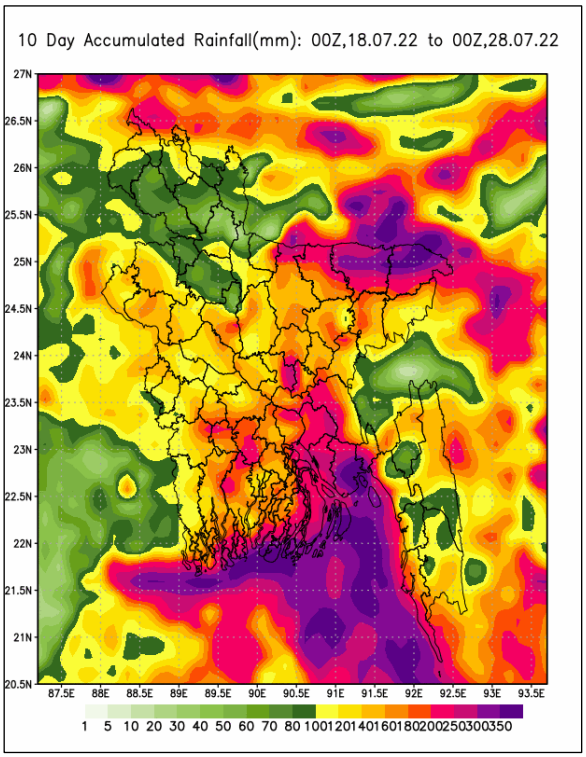

(খ) ১৮ -২৮ জুলাই, ২০২২

চিত্র-৬: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের গাণিতিক মডেলভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিভূত বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস

দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য অববাহিকাঃ

মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে আগামী ২ সপ্তাহে দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য অববাহিকা অঞ্চলে মাঝারী থেকে ভারী বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হতে পারে (চিত্র-৬ দ্রষ্টব্য)। বিচ্ছিন্ন ভাবে ভারী বর্ষণের প্রেক্ষিতে এই অঞ্চলের নদীসমুহের পানি সমতল সময় বিশেষে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে এর ফলে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

উপকূলীয় অঞ্চলঃ

সক্রিয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে আগামী ২ সপ্তাহে উপকূলীয় অঞ্চলে মাঝারী থেকে ভারি বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হতে পারে (চিত্র-৬ দ্রষ্টব্য), তবে এই সময়ে কোনো ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই তবে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ১-২টি বর্ষাকালীন লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে।

সারসংক্ষেপঃ

১. আগামী ২ সপ্তাহে দেশের উওরাঞ্চল, উওর পশ্চিমাঞ্চলের ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, ধরলা, তিস্তা সহ সকল প্রধান নদ-নদীসমুহের পানি সমতল বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে এই সময়ে তিস্তা ব্যাতীত অন্যান্য নদ-নদী সমূহে পানি সমতল বিপদসীমা অতিক্রম করে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

২. আগামী ২ সপ্তাহে গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে। এই সময়ে পানি সমতল বিপদসীমা অতিক্রম করে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

৩. আগামী ২ সপ্তাহে দেশের উওর পূর্বাঞ্চলের সুরমা-কুশিয়ারাসহ সকল প্রধান নদ-নদীসমুহের পানি সমতল উজানে বিচ্ছিন্ন ভাবে ভারী বর্ষণের কারণে সময় বিশেষে বৃদ্ধি পেতে পারে। সিলেট-সুনামগঞ্জের কতিপয় নিম্নাঞ্চলে সময় বিশেষে স্বল্পমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

৪. আগামী ২ সপ্তাহে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য অববাহিকায় মাঝারী এবং উপকূলীয় অঞ্চলে মাঝারী থেকে ভারি বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হতে পারে। এই সময়ে ১-২টি বর্ষাকালীন লঘুচাপ ব্যাতীত ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস কিংবা বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

---

* বন্যা পূর্বাভাস সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য পেতে ওয়েবসাইট (www.ffwc.bwdb.gov.bd এবং www.ffwc.gov.bd), IVR (১০৯০-৫) এবং এন্ড্রয়েড ভিত্তিক BWDB Flood Apps এ দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।

* বন্যা পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব পোর্টাল এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বাংলাদেশ কৃষি আবহাওয়া তথ্য পোর্টালে (BAMIS) নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

* বন্যা পূর্বাভাস এখন Google Search ও Google Map এ Flood Alert হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে এবং যে কোন অ্যান্ড্রয়েড ভিত্তিক স্মার্টফোনে Push Notification হিসেবে এই সেবা পাওয়া যাবে।

* চলমান বন্যার সকল ফ্লাড এলার্ট দেখার জন্য g.co/floodalerts এবং স্থানীয় তথ্যের জন্য g.co/floodhub এ ভিজিট করুন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলঃ

০১৭১৫০৪০১৪৪, ০১৫৫২৩৫৩৪৩৩

(মোঃ আরিফুজ্জামান ভূঁইয়া)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র
বাপাউবো ঢাকা
মোবাইল নং-০১৭১৫০৪০১৪৪